Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজিয়া ইসলাম মুন

রোলঃ 216021300

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজিয়া ইসলাম মুন

রোলঃ 216021300

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজিয়া ইসলাম মুন, আইডিঃ 216021300 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nazia Islam.

(স্বাক্ষর)

নাজিয়া ইসলাম মুন

আইডিঃ 216021300

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

মসজিদের পরিচিতি 5
সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ 6
কুরআনে মসজিদ 8
মসজিদে অবস্থানের ফযীলত 12
মসজিদের ফযীলত 15
অন্যান্য 20
মসজিদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 21
মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা 22
মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রভাব 23
মসজিদ প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ 24
মসজিদ প্রতিষ্ঠার উপকারিতা 25
সমাপ্তি কথা 26

মসজিদের পরিচিতি

মাসজিদ শব্দটি আরবী। কুরআনে শব্দটি মোট ১৭ বার এসেছে। আর 'মাসজিদ' (مسجد) শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। যার অর্থ হ'ল- সিজদার স্থান, ছালাতের স্থান। আভিধানিক অর্থে যেখানে বান্দা আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে সিজদা করে সেটাই মাসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

'আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে'।[1] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন-

حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِد ،ٌ,

'যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করে নিবে। কারণ গোটা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[2] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا ،

'আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে'।[3] পৃথিবীর সকল স্থানের মালিক হ'লেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর জন্য তাঁর বান্দা বা যমীনের যে কোন পবিত্রতম স্থানে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর ওযূর জন্য কোন পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্র হ'তে পারবে *(নিসা ৪/৪৮)*।

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হ’ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ ،

‘নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমন্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক’ *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন,

قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ: المَسْجِدُ الحَرامُ.

قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ المَسْجِدُ الأقْصى قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ: أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ: حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ،

‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বছা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান’।[13]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা‘বা ঘর নির্মাণ করেন।[14] পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দো‘আ করেন, ‘আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা‘বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে

দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৭)*।

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم ،ُ

'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা'বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা'বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কা'বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন।[15]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ'লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আববাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, 'আপনারা কা'বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না।[16] বর্তমানে এভাবেই কা'বা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

কুরআনে মসজিদ

কুরআনে এসেছে,

আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।(২:১১৪)

তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে(১), যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।(৯:১৮)

আপনি তাতে কখনো সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না(১); যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর(২), তাই আপনার সালাতের জন্য দাঁড়ানোর বেশী হকদার। সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে, আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।(৩) (৯:১০৮)

হাদিস ১:

নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (সহীহ মুসলিম: ৫৩৩)

হাদিস ২:

নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "মসজিদে নামাজের জন্য হাঁটা প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ মোচন হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।" (সহীহ বুখারী: ৬৪৭)

হাদিস ৩:

নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না; তাদের একজন হলো, যার হৃদয় মসজিদে ঝুঁকে থাকে।" (সহীহ বুখারী: ৬২০)

মসজিদে যিরার বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ :

মসজিদে যিরার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,
وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘আরেক দল লোক রয়েছে যারা মসজিদ নির্মাণ করে (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই কামনা করি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(তাওবা ৯/১০৭-১০৮)*।

মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ :

এক) আদম (আঃ) :

কা‘বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা‘বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[1]

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ’লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।[2] আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

‘(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ’ *(হজ্জ ২২/২৬)*। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা‘বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ’তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*।

(তিন) দাঊদ (আঃ) :

ইয়া‘কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।[3] আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ-

‘অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ’লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না’ *(সাবা ৩৪/১৪)*।

(চার) মুহাম্মদ (ছাঃ) :

মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-َ

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(তওবা ৯/১০৮)*।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পেঁŠছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি ১ম জুম‘আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।[4]

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার দু’টো দু’টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ’তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন

এবং বলতে লাগলেন,وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’।[5]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের’।[6]

মসজিদে অবস্থানের ফযীলত

মসজিদ পবিত্র স্থান, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদে ইবাদতের আগে ও পরে অবস্থান করার মধ্যেও বান্দার জন্য অনেক নেকী রয়েছে। যেমন-

(১) ফেরেশতাদের দো‘আ লাভ : যারা মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার পর ফরয ছালাতের জন্য বসে থাকে কিংবা ফরয ছালাতের পরে মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা লাভের দো‘আ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغفر لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ-

‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার ছালাতের স্থানে থাকে তার ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দো‘আ করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন। আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির ছালাত তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হ’তে বিরত রাখে, সে ছালাতরত আছে বলে পরিগণিত হবে’।[1]

(২) আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম : মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর যিকিরকারীর জন্য বহু ফযীলত রয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘর সমূহ হ'তে কোন ঘরে একত্রিত হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হ'তে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তীদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না'।[2]

(৩) আল্লাহ আনন্দিত হন : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে ছালাত ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়'।[3]

(৪) আল্লাহ গর্ব করেন : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেল এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত দ্রুতবেগে আসলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'তে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে গেলেন এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকটে তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।[4]

(৫) পাপের কাফফারা : ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকটে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর

শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হ’লাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ- ‘ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দরভাবে ওযূ করা’। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে জন্মদিনের মত গুনাহ হ’তে পবিত্র হয়ে যাবে’।[5]

(৬) নবীর সুন্নাত : জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের ছালাতের স্থানে বসে থাকতেন।[6]

(৭) পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ :আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা‘আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব)।[7]

(৮) ছালাতের মত ছওয়াব লাভ : একজন মুসলমান যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকবেন। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের ন্যায় ছওয়াব পাবেন। হুমাইদ (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি এশার ছালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ ছালাত রত ছিলে বলে গণ্য করা হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।

মসজিদের ফযীলত

ইসলামী শরী‘আতে মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে। এসব ফযীলতেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন কোন মসজিদকে ফযীলতের দিক দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা অন্য সকল মসজিদ থেকে আলাদা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় মসজিদে নববী, তৃতীয় মসজিদে আক্বছা, চতুর্থ মসজিদে ক্বোবা। মর্যাদাপূর্ণ এ চারটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। উল্লিখিত প্রত্যেক মসজিদের পৃথক পৃথক ফযীলত নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

ক. মসজিদে হারামের ফযীলত :

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হ’ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের ক্বিবলা : মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। ক্বিবলামুখী হওয়া ছালাতের অন্যতম ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ،ُ

‘অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (কা‘বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা‘বার দিকে) ফিরিয়ে দাও’ *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) কা‘বায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সকল দিকে দো‘আ করেন, ছালাত আদায় না করেই বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা‘বার সামনে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটাই ক্বিবলা’।[1]

(২) কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক : কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

مَن صَلّى صَلاتَنا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِه ،

'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সেই
মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার'।[2]

(৩) এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব : বায়তুল্লায় ছালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرِه مائةُ ألفِ صلاةٍ، وفي مَسْجِدِي أَلْفُ صلاةٍ،

'মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ফযীলত অন্য মসজিদে ছালাত আদায়ের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত আদায়ে এক হাযার গুণ বেশী'।[3]

(৪) এই মসজিদের উদ্দেশ্যে ছওয়াবের আশায় সফর করা বৈধ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَسْجِدِ
الرَّسُولِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، ومَسْجِدِ الأقْصى .

'মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আক্বছা এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (ছওয়াবের আশায়) হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)'।[4]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে হারামের দিকে : ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها .

‘ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে তার যাত্রা করেছে। সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমনটি সূচনাতে ছিল। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের (বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে’।[5]

(৬) এই মসজিদের দিকে ফিরে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না : আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

اذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الل

‘যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কা‘বার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কা‘বা হচ্ছে মদীনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করতাম’।[6]

‘আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হ’ল, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারও? সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন’।[7]

(৭) ইসরা ও মি‘রাজ শুরু হয়েছে এ মসজিদ থেকে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের অন্যতম মু‘জিযা মি‘রাজ ও ইসরা। যা শুরু হয়েছিল মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

‘মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ *(আল-ইসরা ১৭/১)*।

(৮) মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ : বায়তুল্লাহর আরেকটি মর্যাদা এ কারণে যে, এখানে কোন বিধর্মী তথা কাফের-মুশরেক প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا -

‘হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে’ *(তাওবা ৯/২৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি যেন কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না। হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পুনরায় এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না’।[৪]

(৯) দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না : দাজ্জাল পুরো পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলেও মক্কা ও মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيسَ مِن بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجّالُ، إلّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقابِها نَقْبٌ، إلّا عليه المَلائِكَةُ صافِّينَ يَحْرُسُونَها، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كافِرٍ ومُنافِقٍ

'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফের এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন'।[9]

(১০) এখানে পাপাচার নিষিদ্ধ : পৃথিবীর সর্বত্রই পাপকর্ম নিষিদ্ধ। তবে মক্কায় এটি আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ ও মাসজিদুল হারাম হ'তে বাধা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান হিসাবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' *(হজ্জ ২২/২৫)*।

অন্যান্য

১.দওয়াত এর মূল

২.উপাসনার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ

মসজিদ মুসলিমদের উপাসনার প্রধান কেন্দ্র। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়া মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একতার অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। মসজিদে জুম্মার নামাজ, ঈদের নামাজ এবং তারাবিহ নামাজের মত বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় যা মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে। মসজিদে উপাসনার পরিবেশ অত্যন্ত পবিত্র এবং এতে মুসলিমরা আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে।

৩. শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ

মসজিদ মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রাচীনকাল থেকে মসজিদে শিশুদের কুরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। মসজিদে নিয়মিত শিক্ষামূলক সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারী। মসজিদে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র

মসজিদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এখানে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, আকিকা, এবং দান-সাদাকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এছাড়াও, মসজিদে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় যা মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. সমাজসেবায় মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মসজিদে দান-সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাহায্য করা হয়। বিভিন্ন দাতব্য কার্যক্রম যেমন খাদ্য বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচি, এবং চিকিৎসা শিবির মসজিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মসজিদে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সাহায্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক।

মসজিদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৬. প্রাচীন মসজিদের গুরুত্ব

প্রাচীন মসজিদগুলো ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, এবং মসজিদুল আকসার মত প্রাচীন মসজিদগুলি শুধুমাত্র উপাসনার স্থান নয়, বরং ইসলামের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। এই মসজিদগুলির স্থাপত্যশৈলী ও ইতিহাস মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। প্রাচীন মসজিদগুলির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছে এবং এগুলি মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. মসজিদের স্থাপত্য ও শিল্প

মসজিদের স্থাপত্য ও শিল্প মুসলিম সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মসজিদের স্থাপত্যশৈলী বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে বিভিন্ন রকমের হলেও এর মূল উদ্দেশ্য সব জায়গায় একই থাকে। মসজিদে সাধারণত একটি মিহরাব থাকে যা কিবলার দিক নির্দেশ করে। এছাড়াও মিনার, গম্বুজ, এবং খোলা প্রাঙ্গণ মসজিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মসজিদের

স্থাপত্যশৈলী ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিফলন করে। প্রাচীন ও আধুনিক মসজিদগুলির স্থাপত্য ও শিল্পের বৈচিত্র্য মুসলিম সংস্কৃতির বহুমুখিতা প্রদর্শন করে।

৮. আধুনিক মসজিদের পরিবর্তন

আধুনিক মসজিদগুলি শুধুমাত্র উপাসনার স্থান নয়, বরং বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আজকের মসজিদগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজসেবা, এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এছাড়াও, আধুনিক মসজিদে স্বাস্থ্যসেবা, দাতব্য কার্যক্রম, এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আধুনিক মসজিদগুলি শুধুমাত্র ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

৯. ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা

মসজিদ প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার জন্য মসজিদে উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদে উপাসনার মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চায়। মসজিদে উপাসনার পরিবেশ অত্যন্ত পবিত্র এবং এতে মুসলিমরা আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে।

১০. সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

মসজিদ সমাজের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মসজিদে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে তাদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি আলোচনা করতে পারে এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারে। মসজিদে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য কার্যক্রম

পরিচালিত হয়। এছাড়াও, মসজিদে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করে।

১১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মসজিদ মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রাচীনকাল থেকে মসজিদে শিশুদের কুরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। মসজিদে নিয়মিত শিক্ষামূলক সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারী।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রভাব

১২. সামাজিক প্রভাব

মসজিদ প্রতিষ্ঠা সমাজে ভ্রাতৃত্ব, একতা এবং সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে। মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুসলমানরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। মসজিদে বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ যেমন বিবাহ, আকিকা, দান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করে।

১৩. শিক্ষাগত প্রভাব

মসজিদ মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মসজিদে শিশুদের কুরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। মসজিদে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে। মসজিদে নিয়মিত শিক্ষামূলক সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারী।

১৪. অর্থনৈতিক প্রভাব

মসজিদ প্রতিষ্ঠা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সহায়ক। মসজিদে দান-সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাহায্য করা হয়। বিভিন্ন দাতব্য কার্যক্রম যেমন খাদ্য বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচি, এবং চিকিৎসা শিবির মসজিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মসজিদে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সাহায্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ

১৫. জমি ও স্থাপত্য

মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন জমি এবং একটি সঠিক স্থাপত্যশৈলী। মসজিদের জন্য জমি নির্বাচন এবং স্থাপত্য ডিজাইন করা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এছাড়াও, মসজিদের নির্মাণে প্রয়োজন অর্থায়ন এবং উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী। মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হল একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা এবং সেখানেই মসজিদের নির্মাণ করা।

১৬. অর্থায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন অর্থায়ন। মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা এবং সমাজের মানুষদের সাহায্যে মসজিদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়াও, মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত তহবিলের প্রয়োজন হয়। অর্থায়নের পাশাপাশি, মসজিদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য দক্ষ প্রশাসনের প্রয়োজন।

১৭. প্রশাসনিক ও কার্যকরী চ্যালেঞ্জ

মসজিদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসন এবং কার্যকরী ব্যবস্থাপনা। মসজিদে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন উপাসনা, শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে

পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, মসজিদের প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার উপকারিতা

১৮. ধর্মীয় উপকারিতা

মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের উন্নতি ঘটে। মসজিদে উপাসনার মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চায়। মসজিদে উপাসনার পরিবেশ অত্যন্ত পবিত্র এবং এতে মুসলিমরা আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একতার অনুভূতি বৃদ্ধি পায়।

১৯. সামাজিক উপকারিতা

মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ভ্রাতৃত্ব, একতা এবং সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়। মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুসলমানরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। মসজিদে বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ যেমন বিবাহ, আকিকা, দান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করে। মসজিদে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২০. শিক্ষাগত উপকারিতা

মসজিদ মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মসজিদে শিশুদের কুরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। মসজিদে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে। মসজিদে নিয়মিত শিক্ষামূলক

সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যা সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারী।

২১. অর্থনৈতিক উপকারিতা

মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। মসজিদে দান-সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাহায্য করা হয়। বিভিন্ন দাতব্য কার্যক্রম যেমন খাদ্য বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচি, এবং চিকিৎসা শিবির মসজিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মসজিদে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সাহায্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক।

সমাপ্তি কথা

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, এবং অর্থনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। মসজিদ শুধু একটি উপাসনার স্থান নয়, এটি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যা বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে এবং এটি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উপকারী। তাই মসজিদ প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উপকারি।